নিরুক্ত Date- 06/08/2026

দেবা: পুরুষবিধা: অপুরুষবিধা: Boalia
বা যুক্তিসহকারেণ সবিশদং প্রতিপাদ্যতাম্।

Marks: 15

বেদশাস্ত্রকার ~~কি~~ নিরুক্তকার যাস্কাচার্য-দ্বারা নিরুক্তের দৈবতকাণ্ডে সপ্তম অধ্যায়ে দেবতাদের বহুত্ব বা নানাত্ব ব্যাখ্যা করার পর দেবতাদের আকার চিন্তন করা হয়েছে। এ বিষয়ে চার প্রকার মত আছে। এগুলো নিম্নে বর্ণিত →

(ক) মানুষের শরীরের মত দেবতাদের শরীর অর্থাৎ দেবতারা পুরুষবিধ বা মনুষ্যাকারবান। কারণ —

১) যেহেতু ঋগ্বেদাদি মন্ত্রে চেতনাবানের মত দেবতাদের স্তুতি সকল আছে। চেতনাবান শব্দে মতুপ প্রত্যয়। চেতনাবান বলতে এখানে প্রশস্ত চেতনাযুক্ত মানুষকে বোঝানো হচ্ছে। মানুষের মত ~~চেতনা~~ ~~আছে~~ দেবতাদের স্তুতি করা হয় বলে দেবতারা মনুষ্যবিধ।

২) দেবতাদের পরস্পর কথোপকথন মন্ত্রে থাকায় দেবতারা পুরুষাকার বা মনুষ্যাকার।

৩) মানুষের যেরূপ অঙ্গ আছে, সেইরূপ অঙ্গের দ্বারা দেবতাদের স্তুতি করা হয়। যেমন —

"ঋষ্বা ত ইন্দ্র স্থবিরস্য বাহূ। যং সংগৃভ্না মঘবন্ কাশিরিত্তে"। (এর অর্থ – হে ইন্দ্র! প্রাচীন তোমার বাহুদুটি মনোহর। হে ইন্দ্র! তুমি যে অসীম দ্যুলোক ও পৃথিবীকে ধারন করেছো, তার দ্বারা বোঝাচ্ছে তোমার মুষ্টি (বাহুমুষ্টি) মহান।)

মানুষের মত বাহু ও মুষ্টি প্রভৃতি থাকায় দেবতারা বিগ্রহবান – এটিই তাৎপর্য।

৪) মানুষেরা যেমন দ্রব্যসংযোগের দ্বারা বিশিষ্টতা লাভ করে, সেই রূপ দেবতারাও দ্রব্যসংযোগবিশিষ্টরূপে মন্ত্রে স্তুত হন। যেমন মানুষ অশ্ব, হিরণ্য, স্ত্রী প্রভৃতির দ্বারা বিশিষ্ট হন, সেরকম দেবতারাও অশ্ব, স্ত্রী ও দ্রব্যাদি উপকরনের দ্বারা বিগ্রহবান।

৫) মানুষেরা ~~যেমন~~ যেরূপ কর্ম করে, দেবতারাও সেই রূপ কর্মের দ্বারা মন্ত্রে স্তুত হন। মানুষ যেমন পান, ভোজন, গমন, শ্রবন করে, দেবতাদের এই সকল কর্মের বর্ননা মন্ত্রে আছে। যেমন – 'অদ্ধীন্দ্র পিব চ প্রস্থিতস্য' ইত্যাদি মন্ত্রে ইন্দ্রের পানের কথা এবং 'আ শ্রুৎকর্ণ শ্রুধী হবম্' এই মন্ত্রে ইন্দ্রের শ্রবনের

কথা বলা হয়েছে। * এই শ্রবণ, ভক্ষণ, পান, মনে মনে হৃদয়ঙ্গম করা — এই কর্মগুলি শ্রবণেন্দ্রিয়, রসনেন্দ্রিয় ও মন না থাকলে সম্ভব নয়। ফলে দেবতারা শরীরধারী।

খ) দেবতারা পুরুষাকারবান নন। এটি অপরদল মনে করেন। এদের বক্তব্য হল— বেদে অক্ষ (পাশা), ও ওষধি প্রভৃতির স্তুতি দেখা যায়। এদের মনুষ্যাকার অসম্ভব। আবার, অগ্নি, সূর্য এরা প্রত্যক্ষযোগ্য। এদের মানুষের মত আকার নেই — তা সকলেরই প্রত্যক্ষসিদ্ধ। ফলে এই সকলের দৃষ্টান্তে ইন্দ্র, বরুণ ইত্যাদি দেবতারও মানুষের মত আকার নেই। এদের মতে যেসকল মন্ত্রে ইন্দ্রাদির বাহু, মুষ্টি ইত্যাদির বর্ণনা আছে সেগুলি রূপকমাত্র। বেদে অচেতন পদার্থেরও স্তুতি আছে। অচেতন প্রস্তরের মুখ রূপ অঙ্গকল্পনার দ্বারা সেই অক্ষের স্তুতি করা হয়েছে।

* দেবতাদের দ্রব্যসংযোগদ্বারা স্তুতিও তাদের মনুষ্যাকারত্বের প্রমাণ হতে পারে না। যেহেতু সেই বর্ণনাও রূপককল্পনা।

যেমন – 'সিন্ধুঃ সুখমশ্বিনং যুযুজে'
(নদী অশ্বযুক্ত সুখকর রথ যোজনা করেছিল) – এই বর্ণনা রূপকাশ্রয়ী, যেহেতু নদী কখনও রথ যোজনা করতে পারে না। এখানে নদীর স্তুতি বিহিত। ~~করে~~
সেরূপ যে ইন্দ্রাদির জায়া, রথ প্রভৃতির সংযোগ তাও রূপকমাত্র।

দেবতাদের কর্মের বর্ণনাও রূপকমাত্র। মন্ত্রে পাথর প্রভৃতির কর্ম যেমন রূপকাশ্রয়ী, তেমনি ~~ইন্দ্রের~~ ক ইন্দ্রাদি দেবতার কর্মও রূপকাশ্রিত।

(গ) অন্য একদল বলেন দেবতারা উভয়বিধ অর্থাৎ মনুষ্যাকার এবং মনুষ্যাকার নন। এঁদের মতে যে সকল মন্ত্রে দেবতার মনুষ্যাকার সাধক হেতুর বর্ণনা আছে, সেই সেই দেবতা মনুষ্যাকার। বাকিরা অমনুষ্যাকার।

ঘ) চতুর্থ দলের মতে, মনুষ্যাকার দেবতাদেরই কর্মের জন্য মনুষ্যাকার ও অমনুষ্যাকার জল প্রভৃতির রূপ ধারণ হয়। সোজা কথায় মনুষ্যাকার দেবতারাই জল, পৃথিবী
মানবী ইত্যাদি রূপ ধারণ করে সেই দেহের দ্বারা কার্য করেন ও স্তোতাদের বর দেন।

ফলে চেতন গঙ্গা, চেতন যমুনা দেবতাই জড় গঙ্গাদি নদীর দেহ ধারণ করেন। মানুষ জড় গঙ্গা যমুনার অভিমানী (প্রকাশিকা) বা অধিষ্ঠাত্রী চেতন দেবতার পূজা করে, জড় গঙ্গা বা জড় যমুনার নয়।

এই চতুর্থ মতটি রামায়ণ, মহাভারত পুরাণাদির দ্বারা সমর্থিত। যেমন অগ্নি ব্রাহ্মণ রূপ ধারণ করে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের কাছে খাণ্ডব বন যাচ্ঞা (প্রার্থনা) করেছিলেন। ভাগবত পুরাণানুসারে পৃথিবী স্ত্রীরূপ ধারণ করে ব্রহ্মার নিকট আপন ভার লাঘবের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। ফলে প্রমাণিত হল চেতন দেবতারা অচেতন বা চেতন দেহ ধারণ করেন। উক্ত চারটি মতেই দেবতা চেতনই। দেবতারা জড় জ্যোতিঃ-স্বরূপ নন। টীকাকার দুর্গাচার্য চারটি মতের সামঞ্জস্য করে বলেন যে, দেবতাদের যোগবিভূতি বা মহৎ ঐশ্বর্য থাকায় তাঁরা মনুষ্যাকার, অমনুষ্যাকার, উভয়রূপ বা চেতন অধিষ্ঠাত্রী হয়ে

অচেতন দেহ দ্বারা কর্মকারী — এই চার প্রকারের হতে পারেন। ফলে এই চারটি মত অবিরোধী।

—x—

Date - 06/08/2026

নিরুক্তে দেবতাকারচিন্তনম্ (সংস্কৃতে) Boalia

বেদনিষ্ণাতেন যাস্কাচার্যেন নিরুক্তে দৈবতকাণ্ডে সপ্তমাধ্যায়ে দেবতানামাত্বং ব্যাখ্যায় দেবতাকারচিন্তনং কৃতম্। অত্র চত্বারি মতানি সন্তি। তানি যথা—

(ক) মনুষ্যবদ্ দেবতানামাকারঃ অস্তি। তত্র কারণানি যথা —

১) ঋগ্বেদাদৌ চেতনাবত ইব দেবতাস্তুতিরস্তি। অতঃ ~~দেব~~ মনুষ্যবৎ স্তুতিযুক্তত্বাৎ দেবতাঃ মনুষ্যবিধাঃ পুরুষবিধাঃ বা।

২) মন্ত্রেষু দেবতানাং পারস্পরিকসংলাপাৎ প্রতীয়তে দেবতানাং পুরুষবিধত্বম্।

৩) মনুষ্যবৎ অঙ্গস্তুতিঃ দেবতানাং বেদে দৃশ্যতে। যথা — 'ঋষ্বা ত ইন্দ্র স্থবিরস্য বাহূ' ইত্যাদিঃ। অঙ্গবিশিষ্টত্বাৎ ইন্দ্রস্য মনুষ্যাকারত্বং সিধ্যতি।

৪) মনুষ্যা: যথা দ্রব্যস্ত্রীভৃত্যাদিসংযোগেন বিশিষ্টা: ভবন্তি, তথা এব রথাভার্যাদি-সংযোগেন বিশিষ্টা: সন্তঃ দেবা: বেদে স্তূয়ন্তে। অত: দেবতা: বিগ্রহবত্য:।

৫) মানবা: যথা ভোজনপানশ্রবণগমনাদি-ক্রিয়াং সম্পাদয়ন্তি, বেদে দেবতা: অপি পানভোজনাদিকর্মবিশিষ্টত্বেন স্তূয়ন্তে। যথা- 'অদ্ধীন্দ্র পিব চ প্রস্থিতস্য' ইত্যস্মিন্ মন্ত্রে ইন্দ্রস্য পানং বর্ণিতম্। রসনেন্দ্রিয়াভাবে কথং পানং সম্ভবতি? অতঃ বোধ্যতে যৎ দেবতানাং শরীরমস্তি।

৬) অন্যে দেবতা: অমনুষ্যাকারা: ইতি স্বীকুর্বন্তি। তেষাং নয়েন বেদে অমনুষ্যাণাং সূর্যাদীনামপি স্তুতির্দৃশ্যতে। পরন্তু তেষাং মনুষ্যাকারত্বম্ ~~[illegible]~~ অবাস্তবমেব। এবম্ ইন্দ্রাদীনাং দেবতানামপি মনুষ্যবৎ আকার: ন স্যাৎ। তর্হি ইন্দ্রাদীনাং বাহুমুষ্টিবজ্রকল্পনে কা যুক্তি:? - ইতি চেৎ, উচ্যতে অত্র বাহুমুষ্টিকল্পনং রূপকাশ্রয়ি এব।

এবং দেবতানাম্ অঙ্গকল্পনং, কর্মচিন্তনং, দ্রব্যসংযোগদ্বারা পরিপুষ্টিকল্পনং চেতি সর্বং রূপকমাত্রমেব। অত্র নাস্তি সত্যতা।

গ) অন্যে চিন্তয়ন্তি যৎ দেবতাঃ পুরুষবিধাঃ অপুরুষবিধাশ্চেতি উভয়বিধাঃ। যস্মিন্ মন্ত্রে দেবতানাং মনুষ্যাকারসাধকহেতুবর্ণনমস্তি, তত্র দেবতাঃ মনুষ্যাকারাঃ। অন্যত্র দেবতাঃ অমনুষ্যাকারাঃ।

ঘ) চতুর্থমতেন চেতনাঃ দেবতাঃ এব ভক্তেভ্যঃ বরদানায় ক্বচিৎ মানুষরূপং ধরন্তি, ক্বচিৎ চ মানবেতরজড়পদার্থরূপং ধরন্তি। যথা মহাভারতে অগ্নিঃ ব্রাহ্মণরূপং ধৃত্বা শ্রীকৃষ্ণার্জুনাভ্যাং খাণ্ডববনম্ অযাচত। ভাগবতে চ চেতনা পৃথিবীদেবী স্ত্রীরূপং ধৃত্বা ব্রহ্মণঃ সকাশে পাপভারলাঘবার্থং যাচনাং চকার। অতঃ প্রমাণিতং যৎ চেতনাঃ দেবতাঃ মনুষ্যাকারং জড়াকারং চ দেহধারণং কুর্বন্তি। দুর্গাচার্যঃ বৃত্তৌ কথিতবান্ যৎ যোগবিভূতিদ্বারা দেবতাঃ পুরুষবিধাঃ, অপুরুষবিধাঃ, উভয়বিধাঃ কর্মার্থং চেতনদেহেন কর্মকারিণশ্চেতি চতুর্বিধাঃ ভবন্তি ইতি আমস্কুসংমতানাম্ চতুর্ণামিতি শম্।

— × —